৭

তারিখ ... 11 FEB 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

আমাদের ঘরের কথা আমরাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ এ প্রতিনিধিকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। তাঁদের কাছে প্রশ্ন করা হয় (১) বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ পড়েছেন কি-না? (২) সরকার বলছেন '৭৩ সালে প্রণীত এ আইন বর্তমানে যুগোপযোগী করা দরকার। সরকারের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আপনি কি বলেন? (৩) বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ পরিবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য সরকার আহবান জানালে যাবেন কি? (৪) বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ পড়ে কোন ধারা পরিবর্তন করা দরকার, বলে সুনির্দিষ্টভাবে আপনার মনে হয়েছে কি-না? (৫) এ আদেশ অনুযায়ী পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচনে যথাযথ যোগ্যতার মূল্যায়নের চেয়ে দলীয় বৃত্তি প্রাধান্য পাচ্ছে। এ বক্তব্যের সাথে কি আপনি একমত? (৬) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর যোগসূত্র রয়েছে এবং এ নৈরাজ্যজনক অবস্থার অবসানের জন্য এ আদেশ পরিবর্তন-পরিবর্ধন দরকার। এ বক্তব্যের সাথে কি আপনি একমত? (৭) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্ষেত্র বিশেষে অনিয়ম ও দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে এবং এটা বন্ধের জন্য '৭৩-এর আদেশ পরিবর্তন করা দরকার কি?

ডঃ মসিহুজ্জামান

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি ডঃ মোহাম্মদ মসিহুজ্জামান বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ অবশ্যই পড়েছি।

এ আদেশকে যুগোপযোগী করার সরকারী বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার কি জন্য এ বক্তব্য দিচ্ছে তা তারা পরিস্কার করে বলছে না। ১৮৯২ সালের আইন দিয়েও তো দেশ চলছে। আইনের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি থাকে তা দূর করে আইনের উন্নয়নের জন্য পরিবর্তন দরকার। আমরা '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ পরিবর্তনের সরকারী উদ্যোগের বিরোধিতা করছি। কারণ, আমরা বর্তমান সংসদকে স্বীকার করি না। অতএব, এ সংসদের মাধ্যমে কোন পরিবর্তন করা হলে আমরা তা প্রতিরোধ করব। কেউ যদি মনে করেন এ আদেশের কোন পরিবর্তন দরকার, তবে তা ছাত্র-শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে করতে হবে।

সরকারের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনায় যাবার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও চ্যান্সেলরকে আমরা পছন্দ করি না করি প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে তাদেরকে মানতে হবে। আর চ্যান্সেলরকে তো না মানার প্রশ্নই ওঠে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও চ্যান্সেলর আমাদেরকে আলোচনায় ডাকলে যাবো। তবে বর্তমান সংসদকে আমরা মানি না এবং ঐ সংসদের আলোচনার আহবান আমরা ইতিমধ্যেই প্রত্যাখ্যান করেছি।

ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করে ডঃ মসিহুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ অত্যন্ত গণতান্ত্রিক আইন। কোন আইনই চূড়ান্ত নয়। পরিবর্তন হতে পারে। তবে যেভাবে দোষ-গুণ বলে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন তাতে বোঝা যায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের আরো আয়ত্তাধীনে নেয়ার জন্য এটা করা হচ্ছে। এ পরিবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভালোর জন্য চাওয়া হচ্ছে বলে মনে করি না।

যোগ্যতার চেয়ে দলীয় বৃত্তির চর্চা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গণতন্ত্রের কথা বলে দলীয় বৃত্তির বিরোধিতা করা দুঃখজনক।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসের সাথে '৭৩-এর আদেশের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাস সরকার জিইয়ে রাখছেন। এখানে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই এটা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। সামাজিক নৈরাজ্য এখানে কিছু আসে। আর তাকে সরকার টিকিয়ে রাখছেন তার স্বার্থে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনিয়ম, দুর্নীতি প্রসঙ্গে ডঃ মসিহুমান বলেন, গণতন্ত্র থাকলে অনিয়ম, দুর্নীতি থাকতে পারে। এজন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কারো ওপর দায়িত্ব দিলেই দায়িত্ব একশ' ভাগ পালিত হয় না। প্রাকটিস করতে করতে দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচন দিলে সন্ত্রাস হবে। তাই নির্বাচন দেয়া যাবে না, এ যুক্তি যেমন মানা যায় না তেমনি গণতন্ত্রের অপপ্রয়োগ হবে তাই গণতন্ত্র দিব না- এ কথা মানা যায় না। দুর্নীতি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বেশী হয়! দুর্নীতি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়, তার বিচার হয় না কেন? ষাট দশকের কথা আজ পুনরায় বলা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যদি কোন আলোচনা হয়, তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সরকার যদি বর্তমান সংসদের মাধ্যমে তা করাতে চান আমরা তা প্রতিরোধ করব। সময়ই বলবে প্রতিরোধের ভাষা কি হবে।

ডঃ ইয়াজ উদ্দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ মোটামোটি পড়েছি।

এ আদেশ যুযোপযোগী করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একটা আমানত। পাকিস্তানী আমলের কালা-কানুন দূর করে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পরে এ আদেশ এসেছে। শেখ মুজিব সরকারের সময় আমাদের চাহিদা মত এটা তৈরী হয়েছে। এর ধারা-উপধারার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করা হয়েছে। এটা আমাদের অধিকার। যদি কেউ এর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তবে অবশ্যই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর থেকে সে প্রস্তাব আসতে হবে। আমার ঘরের কথা আমি জানি। বাইরের লোক এ সম্পর্কে কি বলবে? '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের কোন পরিবর্তন করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ও অন্যান্য শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করতে হবে। তারাই বলবে যে, এই অংশটুকু আমাদের গণতান্ত্রিক পরিবেশে বাধা সৃষ্টি করছে। অন্য জায়গা থেকে কেউ এসে বলুক, আমরা তা চাই না।

এ ব্যাপারে সরকারের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে বিষয়টি আমাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সংসদে ওঠাতে হবে। জনগণের সংসদ আমাদেরকে ডাকলে আমরা যাবো। আমাদের অনেকেই মনে করেন যে, বর্তমান সংসদ জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে না। সেখান থেকে কোন আহবান জানালে আমরা সাড়া দেব না। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে আমরা আলোচনায় যেতে পারি। কিন্তু আমি মনে করি না যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এতবড় একটা দায়িত্ব নিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের দিক তারা দেখেন। তাদের পক্ষে আইনগত দিক দেখা সম্ভব বলে মনে করি না।

বিষয়টি এই মুহূর্তে সমাধানের লক্ষ্যে করণীয় প্রসঙ্গে ডঃ ইয়াজ উদ্দিন মনে করেন, এ ব্যাপারে সরকার এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়ে একটা কমিটি করতে পারে। এ কমিটি তাদের সুপারিশ পেশের পরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের সাথে '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের যোগসূত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সন্ত্রাসের সাথে '৭৩-এর আদেশের কোন সম্পর্ক নেই। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সন্ত্রাস করছে। তাদের অস্ত্রের উৎস রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে পঙ্গু করে দেয়া তাদের লক্ষ্য।

তিনি মনে করেন, কোথাও কোথাও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে হয়েছে। যেমন, সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে শিক্ষকদের মত সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করা দরকার। এ আদেশকে আরো গণতান্ত্রিক করা দরকার। কিন্তু সরকার কেন চায় আমি তা বুঝতে পারছি না। আমরাতো সরকারের কাছে পরিবর্তনের জন্য বলিনি। তা'হলে সরকার কেন চাচ্ছে?